আর্থিক সম্পদ বিভাগের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।	আর্থিক সম্পদ বিভাগ	০১	০১	--	--	--	০১	৫০%	০১	৩৭.৬১%

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ **০১** টি

০২। ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

যে স্থানে বাংলাদেশ সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের জন্য একটি বেজমেন্টসহ ১০ (দশতলা) নিজস্ব ভবন তৈরি করা হয়েছে সে স্থানটি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলা পরিচালনান্তে নির্মান কাজ আরম্ভ দেরি হওয়ায় প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়েছে এছাড়াও পিডাব্লিওডি'র রেড সিডিউল বৃদ্ধি, উচ্ছেদ সংক্রান্ত কাজ এ মামলার ব্যয় এবং মূলভবন সজ্জিতকরণ এবং ১০০০ টন বিশিষ্ট লিফ্ট অর্ন্তভূক্তির কারণে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিম্নলিখিত কারণে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়:

প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

ক্র: নং:	**সমস্যা**	**সুপারিশ**
১.	ভবনটি নির্মাণের স্থানটি অবৈধ দখলে ছিল বিধায় অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া ও আদালতের রায়ের ঘোষণার জন্য প্রয়োজনীয় সময় অপেক্ষা ইত্যাদি কারণে সময় বৃদ্ধি পেয়েছে;	যেহেতু প্রকল্পটি কমিশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে জমিটির অনুমোদন প্রাপ্তির সাথে সাথেই কমিশন এ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহন করা প্রয়োজন ছিল;
২.	ডিপিপি প্রণয়নকালে ভবনের জন্য কাঙ্খিত ধারণ ক্ষমতা লিফটসমূহের সংস্থান রাখা প্রয়োজন ছিল;	ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণকালে সজ্জিতকরণসহ অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের সঠিক পরিমাণ ও ধারণ ক্ষমতা বিশ্লেষণপূর্বক ব্যয়ের সংস্থান রাখা প্রয়োজন;

ক্র: নং:	সমস্যা	সুপারিশ
৩.	ভবনটি ১০তলা বিশিষ্ট হলেও এর বেজমেন্টের সংখ্যা মাত্র ১টি; বিষয়টি ভবন এবং এর ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তথা অপ্রতুল;	ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণকালে ভবনের স্থায়িত্ব (Life-time) ও ভবনের কার্যপরিধির কারণে আগত যানবাহনের সংখ্যা বিবেচনা করে বেজমেন্টের সংখ্যা নির্ধারণ করা প্রয়োজন;
৪.	আইএমইডি'র বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ না করা;	উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে।

Construction of 10-Storied building with One Basement for Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) at Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৬)

০১। প্রকল্প নাম : Construction of 10-Storied building with One Basement for Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) at Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka

০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণপূর্ত অধিদপ্তর

০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : অর্থ মন্ত্রণালয়

০৪। প্রকল্পের এলাকা : শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।

০৫। প্রকল্পের অর্থায়ন : বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নিজস্ব তহবিল।

০৬। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ (লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত সময়ের %)
মূল	১ম সংশোধিত		মূল	১ম সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৩৮৬.০৪	৬০৪৬.০২	৬০৩৫.৫১	০১/০১/ ২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৫	০১/০১/ ২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৬	০১/০১/ ২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৬	৩৭.৬১%	৫০%

০৭। অংগভিত্তিক অগ্রগতিঃ

ক্রমিক নং	অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি (ডিপিপি অনুসারে)	ইউনিট	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তব অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব (অংগের%)	আর্থিক	বাস্তব (অংগের%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(a)						
1	Construction of 10 storied building with one basement in/c internal sanitary & water supply, internal electrification and other work	Sqm	4084.30	9063.65 ()	4084.91	9063.65
2	Vehicle Purchase	1	69.38	1	69.38	1
3	Furniture	each	70.00	452.00	69.46	452.00
4	Boundary wall	Sqm	30.00	105	29.39	105.00
5	RCC Road	Sqm	14.00	297.48	13.52	438.09
6	External Electrification	L.S.	736.52	-	736.52	-
7	Electro mechanic	L.S.	995.48	-	995.48	-
8	Revenue component		46.34	-	36.85	-
			6046.02		**6035.51**	

০৮। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্প পরিদর্শন ও PCR পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

০৯। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমঃ

৯.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

১৯৯৩ সালের ৮ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে দেশের পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কাজ করে আসছে। শুরু থেকেই রাজধানীর দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় জীবন বীমা টাওয়ারের ভাড়া করা অফিসে কমিশন তার কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল । বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে বহির্বিশ্বের বিনিয়োগকারীদের অধিক হারে আকৃষ্ট করার জন্য একটি আধুনিক এবং দক্ষ পুঁজিবাজার প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান ভাড়া করা অফিসে স্থান সংকুলান না হওয়ায় পুজিবাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহন করা দুরহ হয়ে পড়ছিল। অন্যান্য উন্নততর দেশ যেমন ,সিঙ্গাপুর ,জাপান ,যুক্তরাজ্য ,যুক্তরাষ্ট্র - দ্বিপাক্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ইত্যাদি ,প্রদান- ভারত ইত্যাদি দেশের পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান ,চীন আয়োজনের মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বের গতিশীল পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ কারণে পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহকে প্রায়ই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভা কনফারেন্সের আয়োজন ক ,সেমিনার ,রে থাকে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ঐসকল সভা সেমিনারকনফ ,ারেন্সে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকে। কিন্তু কমিশনের নিজস্ব ভবন এবং আন্তর্জাতিক মানের সেমিনার ও কনফারেন্স কক্ষ না থাকার কারণে বাংলাদেশে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক এধরণের আন্তর্জাতিক সভা কনফারেন্সের আয়োজন করা সম্ভব ,সেমিনার ,হচ্ছিল না। একারনে বিভিন্ন দেশের নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিকট বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয় না। এ প্রেক্ষিতে ২০১৪ সালে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নিজস্ব-তহবিল" অর্থায়নে/ Construction of 10-Storied building with One Basement for Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC)" শীর্ষক প্রকল্পের গ্রহনের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর আগারগাঁও শেরে বাংলা নগর প্রশাসিক অঞ্চলে নিজস্ব ,ভবন নির্মাণের জন্য কাজ শুরু হয়। উল্লেখ্য যে , এটি প্রধান মন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পের মধ্যে একটি প্রকল্প।

৯.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ ডিপিপি দেখতে হবে।

- ❖ কমিশনের নিজস্ব অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিত করা
- ❖ নিজস্ব অফিস ভবনে পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পরিবেশ তৈরি করা
- ❖ পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সকল ধরণের আধুনিক সুবিধা নিশ্চিত করা
- ❖ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের জন্য নিজস্ব অফিস স্পেস নিশ্চিৎ করা।

৯.৩ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম : বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের জন্য একটি বেইজমেন্টসহ ১০তলা বিশিষ্ট আধুনিক ভবন নির্মাণ ও সজ্জিতকরণ।

১০। প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ জুন, ২০১৩ মাসে মূল ডিপিপি অনুমোদিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ২৯.১০.২০১৩ ইং তারিখে প্রকল্পটি ১লা জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৫ মেয়াদে ৪৩৮৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের সম্বলিত প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়। পরবর্তীতে বাস্তবতার নিরেখে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী কর্তৃক ০২.০৬.২০১৬ তারিখে ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়।

১১। ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি/আরডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়			
			মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	বাস্তব (%)
২০১৩-২০১৪	৫৬৫.২৫	১০৫.৫০	৭৪.২০	৭৪.২০	-	২.০০%
২০১৪-২০১৫	১০৪৯.৭৫	১৫১০.০০	৬৬২.৪৩	৬৬২.৪৩	-	১১.০০%
২০১৫-২০১৬	২৮৮০.৩৯	২৭৭১.০০	৯৪৬.১৭	৯৪৬.১৭	-	১৬.০০%
২০১৬-২০১৭	১৫৫০.৪৩	১৬৬০.০০	৪৩৫২.৭১	৪৩৫২.৭১	-	৭১.০০%
মোট =	৬০৪৬.০২	৬০৪৬.০০	৬০৩৫.৫১	৬০৩৫.৫১		১০০%

*এ প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় হতে সাশ্রয়কৃত অবমুক্ত ১০ .৪৯ টাকা গৃহায়ন ও গণপূর্ত অধিদপ্তরে খাত হতে বাংলাদেশ সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্চ কমিশনের খাতে যথাযথভাবে ফেরত প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে।

১২। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	দায়িত্ব পালনের মেয়াদ	
				যোগদানের তারিখ	অব্যহতির তারিখ
০১.	আবদুল মোমেন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী , ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-৩, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	-	অতিরিক্ত দায়িত্ব	২২/০৮/২০১৪	২৮/০২/২০১৬
০২.	মো: মোস্তফা কামাল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী , ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-৩, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	-	অতিরিক্ত দায়িত্ব	২৮/০২/২০১৬	৩১/১২/২০১৬

১৩। প্রকল্প পরিদর্শনঃ সমাপ্ত প্রকল্পটি পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, কমিশনের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় কমিশনের পক্ষ হতে কমিশনের প্রশাসন বিভাগের মাধ্যমে নিয়মিত পরিদর্শন ও পর্যাবেক্ষণ করা হত। এছাড়াও, প্রকল্পের শেষ ০৬ মাসে কমিশন কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করে নিয়মিতভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরিদর্শন কালে এ প্রকল্পটি অন্যকোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে কোন নথি-পত্র/রেকর্ড পাওয়া যায় নি।

১৪। অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১৪.১ **পরামর্শক সেবাঃ** এ প্রকল্পে কোন পরামর্শক সেবা প্রয়োজন হয় নাই বিধায় ডিপিপিতে এ অংগের সংস্থান ছিল না।

১৪.২ **আনুসাঙ্গিক/বিবিধ ব্যয়:** ডিপিপি তৈরী কালে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১১ সালের রেট সিডিউল অনুসরন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত স্থান হতে উচ্ছেদ ও অন্যান্য কাজ অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় সঠিক সময়ে প্রকল্পের কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। ইতোমধ্যে রেড সিডিউল বৃদ্ধির, উচ্ছেদ সংক্রান্ত কাজ ও মূল ভবন সজ্জিতকরণ ১০০০ টন বিশিষ্ট লিফট অন্তর্ভূক্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন হওয়ায় ৪৩৫৪.৬২ লক্ষ টাকার স্থলে ৬০৪৬.০২ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরে প্রকল্পটি ১ম সংশোধন করা হয়।

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
ক) কমিশনের নিজস্ব অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিত করা	**অর্জিত হয়েছে**
খ) নিজস্ব অফিস ভবনে পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পরিবেশ তৈরি করা	**অর্জিত হয়েছে**
গ) পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সকল ধরণের আধুনিক সুবিধা নিশ্চিত করা	**অর্জিত হয়েছে**
ঘ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের জন্য নিজস্ব অফিস স্পেস নিশ্চিত করা	**অর্জিত হয়েছে**

পরিদর্শনকালে গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশল ও বিএসইসি এর কর্মকর্তাবৃন্দ

পরিদর্শনকালে বিএসইসি চেয়ারম্যান সদস্য ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা

১৫। উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারনঃ এ প্রকল্পের অসম্পূর্ণ বা অনর্জিত কোন উদ্দেশ্য নেই।

১৬। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পের মূল ডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত মেয়াদকাল ০১ .০১.২০১৪ হতে ৩১ .১২.২০১৫ হলেও অফিস ভবন নির্মাণের জন্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমির সামনের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, রেট সিডিউল বৃদ্ধি ইত্যাদি অনিবার্য কারণে কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়। একারনে প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদকালের প্রথম ৮ মাস উচ্ছেদ সংক্রান্ত কাজ ব্যয় হয়। প্রকৃত কাজ শুরু হয় ২০১৪ সালে আগষ্ট মাসে (৮মাস পর) । একারনে প্রকল্প সম্পন্ন করতে ০১ (এক) বছর সময় বৃদ্ধির (এক) প্রয়োজন হয়েছে।

১৭। আইএমইডি'র মতামত:

১৮.১ প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে গত ১১ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে পরিদর্শনকালে গণপূর্ত অধিদপ্তরে উপ বিভাগীয় প্রকোশলী জনাব মফিজুল ইসলাম এবং বৈদ্যুতিক এর উপ সহকারী প্রকৌশলী নাজমুন নাহার উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও প্রত্যাশি সংস্থা বাংলাদেশ সিকিরিউটি এক্সচেঞ্চ কমিশনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কমিশনে চেয়ারম্যান জনাব ড. এম. খায়রুল হোসেন এর মতমত হতে জানা যায় যে, যেহেতু ভবনটি তাদের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত হচ্ছিল বিধায় তিনি এবং তার দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রতিনিয়তই বাস্তবায়নকাজে সংযুক্ত ছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে নির্ধারিত কাজ ও কাজের বিন্যাস বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে বাস্তবায়নকারী সংস্থা গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে নিবিড় যোগাযোগ এর মাধ্যমে পরিবর্তন পরিবর্ধন ও মার্জন করেছেন। একাজে গণপূর্ত অধিদপ্তরের আন্তরিকতা ও সমন্বয়ের বিষয়ে মনোভাব অত্যন্ত ইতিবাচক ছিল। প্রত্যাশি সংস্থা এ প্রকল্পের বাস্তবায়নের বিষয়ে সন্তুষ্ট এবং আপাত দৃষ্টিতে ভবন নির্মাণ এবং সজ্জিতকরণ সঠিকভাবে হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি সর্বোচ্চ কম সময়ে নির্মিত হয়েছে কিন্তু প্রকল্পে বাস্তবায়নে প্রত্যাশি সংস্থা গণপূর্ত অধিদপ্তর ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানন সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য না জানার কারনে কাজের নিয়ম-নীতির ব্যতয়. যথা-

(ক) প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির গঠন করা হয়ে তা প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিপত্র ও বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয়নি। এ কারনে যে সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের প্রতিনিধি অর্ন্তভূক্ত করার প্রয়োজন ছিল তা করা হয় নি।

(খ) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটি গঠনে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিপত্র ও বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয়নি। এ কারনে যে সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের প্রতিনিধি অর্ন্তভূক্ত করার প্রয়োজন ছিল তা করা হয় নি।

১৮। আইএমইডি'র সুপারিশমালাঃ

১৮.১ ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে প্রকল্প দলিল তৈরী করার সময় প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট আইন বিধি-বিধান প্রতিপালনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

১৮.২ কি কারনে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির গঠন ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটি গঠনে ব্যতয় সৃষ্টি হয়েছে তা জানার

জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে বলা যেতে পারে।

১৮.৩ প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত যন্ত্রাংশ ও গাড়ীসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিএসইসি-এর অনুকূলে বরাদ্দ অথবা আইনানুগভাবে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে।

১৮.৪ উপরিউক্ত সুপারিশমালার ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহন করত আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।